জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির অনিয়মিত সংবাদ বুলেটিন

বুলেটিন নং—৩, ১ম বর্ষ, বুধবার ৩১শে জুলাই, ১৯৯১ ইং

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত

বিগত ১৫ (পনর) বৎর যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের উপর সংঘটিত মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাবলী তদন্তকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা "পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন" (CHT COMMISSION) এর নিরপেক্ষ ও প্রত্যক্ষ তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। গত ২৩শে মে লণ্ডনে হাউস অব লর্ড ভবনে "পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন" মানবাধিকার লংঘনের তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ করে। এ রিপোর্ট [illegible]শের প্রেক্ষিতে "পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন" এক জনসমাবেশের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ব্রিটিশ এম. পি, বৃটেন-বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য ও ব্রিটিশ শরণার্থী পরিষদের প্রধান মিঃ আলফ ডাব্বস। যুক্তরাজ্যের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১ জন জুম্ম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সহকরকারী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির লণ্ডনস্থ মুখপাত্র ডঃ আর এস দেওয়ানও ঐ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন এছাড়া কমিশনের আমন্ত্রনে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য ভিত্তিক "মানবিক সুরক্ষা ফোরাম" (HPF) এর সভাপতি শ্রী ভাগ্য চন্দ্র চাকমা ও শ্রীগৌতম চাকমা (সদস্য) এ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এ আলোচনা সভায় মিঃ ডগ্লাস সেণ্ডারস, মিঃ উইক্রাইড টেলকম্পার, রোজ মারে ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সভায় কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্টটি বিভিন্ন সরকার, জাতি সংঘের মানবাধিকার কমিশন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, মানবাধিকার সংস্থাসমূহ, বিভিন্ন রাজনীতিবিদ, বিভিন্ন ব্যাংকের নিকট প্রেরণ ও ব্যাপক প্রচার এবং বর্তমানে ত্রিপুরাতে অবস্থানরত জুম্ম শরণার্থীদের দায়িত্ব নেয়ার

পনের পাতায়

সেনাবাহিনীর নির্যাতনে ৪ জন জুম্ম নিহত

গত ১১/০৫/৯১ ইং তারিখে শ্রীকাশি রাম চাকমা (৩৯) পীং ব্রজ মোহন চাকমা, গ্রাম—মিদিঙ্যাছড়ি, মৌজা-৯৮ নং কাউখালী, ডাকঘর-ঘাগড়া, উপজেলা-কাউখালী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নির্মম অত্যাচারে নিহত হয়।

১০ই মে, তাকে বাড়ীতে ভোর রাতে গ্রেপ্তার করা হয়। এ অভিযানে চম্পাতুলী আর্মী ক্যাম্প হতে ক্যাপ্টেন আনিস ৫ ই বি আর (ঘাগড়া) কাশি রাম সহ মোট ১৭ ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করে। চম্পাতুলী ক্যাম্পে জিজ্ঞাসাবা দর পর ৩ জনকে রেখে ১৪ জনকে মারধর ও অপমান করে ছেড়ে দেয়। এ ৩ জনের মধ্যে কাশিরামকে ক্যাম্পে হত্যা করা হয়। জানা গেছে যে, অত্যাচারের সময় কাশিরামকে নাকে মুখে পানি ঢালা, ইলেকট্রিক শক্ ও আঙ্গুলে সূঁচ ঢুকিয়ে দেয়া হয়। পরিশেষে তাকে উল্টিয়ে গাছে টাঙ্গিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। পরদিন ১২ই মে কাশিরামের মৃতদেহ তার পিতার নিকট জিহ্বা ও নাভীভুঁড়িহীন অবস্থায় ফেরত দেয়া হয়। কাশি রামের পিতা ছেলের মৃতদেহ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে চিৎকার করে বলতে থাকেন, "তোমরা আমার ছেলেকে জীবিত নিয়েছো, জীবিত ফেরত দাও, মৃত নেবো না"। কাশিরামের মৃতদেহ দেখে কাশিরামের পিতাসহ পরিবারের সবাই কাঁদতে থাকে। এমতবস্থায় আর্মীরা কাশিরামের পিতাকে ছেলের মৃত্যুর জন্য কোন অভিযোগ করলে তাকেও ছেলের মতো করে মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দেয়। মরদেহটি হস্তান্তরের সময় আর্মীরা মৃত ব্যক্তির সৎকার ও ক্রিয়াদি সম্পন্ন করার জন্য নগদ ১,০০০/- এক হাজার টাকা, কিছু তৈল ও ডাল দিয়ে যায়।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শুধু কাশিরামকে হত্যা করে ক্ষান্ত হয়নি। হত্যার উল্লাসে তারা মত্ত। তাই আরো

পনের পাতায়

জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

সম্পাদকীয়

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের উপর মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ বহু বছরের পুরানো। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে জুম্মদের উপর এ মানবাধিকার লংঘন অধিকতর মাত্রায় শুরু হয়েছে এবং অদ্যাবধি তা চলছে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী কর্তৃক পানছড়ি দীঘিনালা-মেরুঙে অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড এ মানবাধিকার লংঘনের প্রথম জ্বলন্ত উদাহরণ। এরপর শুরু হয় বিনাবিচারে সবল ও যুবক জুম্মদের একচেটিয়া ধরপাকড়, নির্যাতন, হত্যা, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি।

জুম্মদের উপর এ মানবাধিকার লংঘন বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিভিন্ন সরকারের আমলে বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়েছে। সত্তরের দশকে এ মানবাধিকার লংঘন নির্বিচারে ধরপাকড়, অত্যাচার, জেলজুলুম, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ, ভূমি বেদখল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাধ নিষেধ, অর্থনৈতিক বঞ্চনা, ধর্মীয় পরিহানি প্রভৃতি কার্যকলাপে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আশির দশকে এ মানবাধিকার লংঘন আরও চরম আকার ধারণ করে। শুরু হয় প্রকাশ্যে গণহত্যা, সংঘটিত হয় কলমপতি গণহত্যা ১৯৮০, মাটিরাংগা বেলছড়ি হত্যাকাণ্ড ১৯৮১, ভূষণছড়া হত্যাকাণ্ড ১৯৮৪, পানছড়ি হত্যাকাণ্ড মে' ১৯৮৬, রামবাবু ঢেবা হত্যাকাণ্ড সেপ্টেম্বর' ১৯৮৬; বাঘইছড়ি হত্যাকাণ্ড ১৯৮৮, চংড়াছড়ি হত্যাকাণ্ড নভেম্বর' ১৯৮৬ ও লংগদু গণহত্যা ১৯৮৯ সালে। এসব হত্যাকাণ্ডে দু' হাজারের অধিক জুম্ম নরনারী শিশু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নির্মমভাবে প্রাণ হারায়। শত শত জুম্ম নরনারী আহত ও পঙ্গু হয়ে যায়। হাজার হাজার জুম্ম ঘরবাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে যায়, অসংখ্য বৌদ্ধ কিয়াং, হিন্দু মন্দির খ্রীষ্টীয় চার্চ, স্কুল, পুড়ে ছাই হয়ে যায়, শত শত জুম্ম নর নারী হয় ধর্ষিতা ও অপহৃতা, হাজার হাজার জুম্ম অমানবিক নির্যাতন ও বন্দীত্ব বরণ করে, সর্বোপরি ৭০ হাজার জুম্ম নরনারীকে ভিটেমাটি জায়গা জমি, দেশ ছেড়ে, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ফেলে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। বস্তুত ৮০'র দশকে জুম্মদের উপর বাংলাদেশ সরকারের এ অত্যাচার মানবাধিকার লংঘনে সীমাবদ্ধ থাকেনি—এটা ব্যাপক গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধ্বংস, উচ্ছেদ ও ধর্মান্তরের মাধ্যমে জাতি হত্যার (ethnocide) রূপ পরিগ্রহ করে। তাই বাংলাদেশ সরকার আজ শুধু জুম্মদের উপর মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত নয় জুম্ম জাতি হত্যা অভিযোগেও অভিযুক্ত।

বাংলাদেশ সরকারের এ অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জুম্ম জনগণ চুপ করে বসে থাকেনি। রুখে দাঁড়িয়েছে। অত্যাচারের প্রতিরোধে জুম্ম জনগণ গঠন করেছে জন সংহতি সমিতি আর শান্তি বাহিনী। জনসংহতি সমিতি এ অত্যাচার নিপীড়নের প্রচার ও প্রতিবাদ করে আসছে বিগত দশ বছর ধরে। আর শান্তি বাহিনী আগ্রাসী বাহিনীকে প্রতিরোধ করে আসছে বিগত ১৯ বৎসর ধরে। জুম্ম জাতি হত্যা পলিসি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারেরও কম ক্ষতির স্বীকার করতে হয়নি। শান্তি বাহিনীর আক্রমনে এ যাবৎ ৫ শতাধিক সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ও কয়েক হাজার সহযোগী অনুপ্রবেশকারীকে হারাতে হয়েছে বাংলাদেশ সরকারকে।

জুম্মদের উপর সংঘটিত এ মানবিক সংঘাত, হত্যা বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়ে আসছে বহু বছর ধরে। বিশ্বের মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব, সংগঠন, রাষ্ট্র, নির্ভয়ে এগিয়ে এসেছে, প্রচার করে চলেছে অত্যাচার নিপীড়ন, হত্যা, নারী ধর্ষনের বিবরণ, অনুষ্ঠিত করেছে সেমিনার, আলোচনা সভা, সাংবাদিক সম্মেলন, প্রতিবাদ মিছিল ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক আদিবাসী সংস্থা (IWGIA), সার্ভইভেল ইন্টারন্যাশনাল, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, এন্টিস্লেভারী সোসাইটি, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), বিশ্ব আদিবাসী কাউন্সিল (WCIP), বিশ্ব বৌদ্ধ সংস্থা (WFB), সুরক্ষা ফোরাম (HPF) নির্যাতীত জনগনের গবেষনা প্রতিষ্ঠান (RIOP), বুদ্ধিষ্ট পিস ফেলোশীপ, পার্বত্য চট্টগ্রামে কমপেইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সাপোর্ট গ্রুপ (UK), Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting Werkgroep Inheemse Wolken (Working Group Iudiginous Peoples WIP) প্রভৃতি মানবতাবাদী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে তাদের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এই সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান সমূহ জুম্মদের উপর সংঘটিত প্রতিটি হত্যাকাণ্ড ও মানবিক সংঘাতের উপর প্রচার করেছে সংবাদ বুলেটিন, আয়োজন করেছে আন্তর্জাতিক সেমিনার, আলোচনা অনুষ্ঠান,

চৌদ্দ পাতায়

পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘনের উপর আন্তর্জাতিক সেমিনার

লণ্ডন, ২৬শে মে: বিশ্ববিখ্যাত লণ্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস এর ভেরা আনস্টে কক্ষে (Vera Anstey room) গত ২৪ ও ২৫শে মে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘনের উপর দু'দিন ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক আদিবাসী বিষয়ক সংস্থা (IWGIA), এন্টি স্লেভারি ইন্টারন্যাশনাল, দি রিফিউজি কাউন্সিল, অর্গ্যানাইজিং কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রাম কেমপেইন এর সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন এই সেমিনারের আয়োজন করে।

"পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি এবং মানবাধিকার" বিষয়ক এ সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সদস্যবৃন্দ, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মগণ। এই সেমিনারে ত্রিপুরা ভিত্তিক মামবিক সুরক্ষা ফোরাম (HPF) এর সভাপতি শ্রীভাগ্য চন্দ্র চাকমা ও শ্রী গৌতম চাকমা অংশ গ্রহণ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মুখপাত্র ডঃ রামেন্দু শেখর দেওয়ানও সেমিনারে তাঁর বক্তব্য পেশ করার জন্য আমন্ত্রিত হন। উল্লেখ্য যে, ডঃ দেওয়ান পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের অন্যতম রিসোর্স পার্সন। ২৪শে মে শুক্রবার, সকাল ১০টায় যথারীতি সেমিনার শুরু হয়। সেমিনারের শুরুতে অংশগ্রহণকারী অতিথিবৃন্দকে সম্বর্ধনা ও তাঁদের পরিচিতি প্রদান করা হয়। এরপর কমিশনের সদস্যবৃন্দের পরিচয় পব শুরু হয়। পরিচয় পর্বের সমাপ্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিদর্শনকালীন কমিশনের সদস্যদের কর্তৃক সংগৃহিত দলিলাদি, ফটো ও ভিডিও রেকর্ড প্রদর্শন করা হয়।

সেমিনারের প্রথম দিনে সদ্য প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের রিপোর্ট "LIFE IS NOT OURS" এর উপর কমিশনের সদস্যবৃন্দ আলোচনা ও বক্তব্য রাখেন। বিকাল ৫ টা ১৫ মিনিটে সিমিনারের প্রথম দিনের অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সেমিনারের দ্বিতীয় দিন (২৫শে মে শনিবার) যথারীতি সকাল ১০টায় সেমিনারের কার্যক্রম শুরু হয়। এদিন সকাল ১০টার অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম প্রতিনিধিগণ পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতির উপর তাঁদের মতামত পেশ করেন। বিকালের অধিবেশনে কমিশনের পরবর্তী কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এই সেমিনারের অহ্বায়ক ছিলেন ব্রিটিশ শরনার্থী পরিষদের (British Refugee Council) প্রধান আলফ ডাব্বস (Alf Dubbs)। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ সামরিক বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট, অভিজ্ঞতা, উদ্ভাবন ব্যবহারের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সেমিনারে কমিশনের সদস্যবৃন্দ মানবাধিকার লংঘনের প্রাপ্ত প্রমাণাদি উথাপনের সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। কমিশনের সভাপতি প্রফেসর ডগলাস শ্যাণ্ডার্স পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতিকে "ব্যাপক আকারে সামরিক বাহিনী দ্বারা কবলিত "Military occupation on a massive scale) বলে উল্লেখ্য করেন। তিনি আরো বলেন যে, বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকদেরকে তাদের পৈতৃক ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত গুচ্ছগ্রামে (Cluster village) বসবাস করতে বাধ্য করার এক সুচিন্তিত পলিসি গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের সমতল জেলা হতে গরীব অউপজাতিয় কৃষকদেরকে উপজাতীয়দের জমিতে পুনর্বাসন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ব্যবসায়ীকরণ উপজাতীয় সমাজকে আরো উচ্ছন্ন করছে এবং পরিবেশের ভারসাম্যতাকে দ্রুত বিনষ্ট করছে।

কমিশনের সহ সভাপতি ইউরোপীয় সংসদের ভাইস প্রেসিডেন্ট উইলফ্রাইড টেলকাম্পার দারিদ্রতা ও আভ্যন্তরীণ সম্পদের অপর্যাপ্ততা সত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে ৬০,০০০ এর অধিক সামরিক বাহিনী মোতায়নে বাংলাদেশকে দেয়া বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত কমিশনের অন্যতম সদস্যা রোজ মায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে জোরপূর্বক ধর্মান্তর, জোর পূর্বক বিবাহ, ধর্ষণ, ভাষাকে অস্বীকৃতি, ধর্মীয় পরিহানি প্রভৃতি জাতি হত্যা (Ethnocide) ও উপনিবেশিক ব্যবস্থাতে গভীর ক্ষোভ প্রকাপ করেন। তিনি আরো বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্রোহ দমনের নামে ব্রিটিশ সামরিক বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট ও অভিজ্ঞতার ব্যবহার শুধুমাত্র মানবাধিকার লংঘনে

তের পাতায়

জুম্ম ছাত্র সম্মেলন ও সেমিনার

ঢাকা, ১০ই জুলাই : গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলন আনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত জুম্ম ছাত্রছাত্রীসহ বাংলাদেশের অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের ছাত্রছাত্রীরাও যোগদান করেন।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিশ্বজিৎ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং বাংলাদেশের ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি, আইনজীবি, সাংবাদিক ও বিরোধী দলসমূহের নিকট ঐ সমস্যা সমাধানের জন্য সবরকম প্রচেষ্টা ও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সকাল বেলায় অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের দাবীকে সমর্থন করে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন ছাত্রনেতা কামাল হোসেন, বেলাল চৌধুরী, মমতাজ উদ্দীন মেহেদী প্রমুখ।

সকাল বেলার এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। এ দিন বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা, পাহাড়ী জনগণ ও বাংলাদেশ" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্বজিৎ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনার প্রধান অতিথি ছিলেন রাঙ্গামাটি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা শ্রীদীপংকর তালুকদার, বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ফেরদোস হোসেন, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক কবি ফয়েজ আহমদ এবং ছাত্রনেতা নাসির উদ্দজা ও মোস্তফা ফারুক।

আলোচনা সভার প্রথমে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বিশিষ নেতা কে. এস. মং। উদ্বোধনী ভাষনের পর দু'জন ছাত্রনেতা যথাক্রমে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দজা এবং জাসদের সাবেক সভাপতি ছাত্রনেতা মোস্তফা ফারুক বক্তব্য রাখেন এরপর বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথিবৃন্দ ও প্রধান অতিথি।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় কে. এস. মং বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে একটি জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি সম্মেলন চলাকালে "পাহাড়ী গণ পরিষদের" আহ্বায়ক বিজয় কেতন চাকমা, কোষাধ্যক্ষ মনতোষ দেওয়ান, দীপায়ন খীসাসহ এগারো জন পাহাড়ী ছাত্রকে গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদ ও তাদের আশুমুক্তির দাবী করেন। এ ছাড়া তিনি স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের আমলে প্রবর্তিত পার্বত্য জেলা পরিষদ বাতিল ও পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা সংকোচন নীতি

এগার পাতায়

পরীক্ষা হলে অশোভনীয়ভাবে ছাত্রীর দেহ তল্লাসী

দীঘিনালা, গত জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত পূর্ব স্থগিত এস এস সি পরীক্ষা চলাকালে দীঘিনালা উপজেলা পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট নকল করার অছিলায় জনৈকা জুম্ম ছাত্রীর দেহ অশোভনীয় ভাবে তল্লাসী চালানোর সময় উক্ত ছাত্রীটি চিৎকার করে। উক্ত ছাত্রীর চিৎকার ও ম্যাজিস্ট্রেটের অশোভনীয় ব্যবহারে পরীক্ষার অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা (জুম্ম ছাত্রছাত্রীরা) প্রতিবাদ করলে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট প্রাণের ভয়ে পরীক্ষা কেন্দ্র ত্যাগ করে স্থানীয় থানায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর ফলে প্রতিবাদী জুম্ম ছাত্রছাত্রীরা ম্যাজিস্ট্রেটকে না পেয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রহরারত ৫ (পাঁচ) জন পুলিশকে বেদম প্রহার করে। যেহেতু উক্ত পুলিশরা ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা ও পরীক্ষা কেন্দ্রের শৃংখলা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়।

উল্লেখ্য যে, পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্রীদের দেহ তল্লাশীর জন্য একজন ভিডিপি মহিলা কর্মী নিয়োজিত ছিল। পরীক্ষা কেন্দ্রে উক্ত ভিডিপি মহিলার উপস্থিতি সত্ত্বেও উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট অসৎ উদ্দেশ্যে ছাত্রীটির দেহ তল্লাশীর উদ্যোগী হন। ফলে পরীক্ষা কেন্দ্রে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়। এই ঘটনার পর হতে পরবর্তী সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষা

তের পাতায়

সম্পূর্ণ অবলুপ্তি থেকে জুম্ম জাতিকে রক্ষা করুন

ডঃ আর এস দেওয়ান

বিশ্বের বিভিন্ন মানবতাবাদী সংস্থার সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আমেরিকা ও ইউরোপীয় মুখপাত্র ডঃ আর, এস, দেওয়ান বিশ্ব মানব সমাজের নিকট সম্পূর্ণ অবলুপ্তি থেকে জুম্ম জাতিকে রক্ষা করার জন্য আবেদন জানান। সেমিনারটি গত ২৪ ও ২৫ মে বিশ্ব বিখ্যাত লণ্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স এর ভেরা আনষ্টি কক্ষে (Vera Anstey room) অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ দেওয়ান উক্ত সেমিনারে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করার জন্য আমন্ত্রিত হন। এ সেমিনারে বিদেশে অবস্থারত পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য জুম্মরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সেমিনারে দ্বিতীয় দিনের সকাল বেলার অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম প্রতিনিধিগণ আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন। ডঃ দেওয়ান তাঁর বক্তব্যে বিশ্ববাসীর নিকট উপরোক্ত আবেদন রাখেন। তিনি লিখিতভাবে ১৯৯০ সনের বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্ম জনগনের উপর সংঘটিত হত্যা, ধর্ষণ, বিনা বিচারে হাজতে আটক- ডাকাতি অগ্নিসংযোগ, গুচ্ছগ্রামে জোরপূর্বক স্থানান্তর, ধর্মীয় পরিহানী, লংগদু গণহত্যা ইত্যাদি মানবাধিকার লংঘনের জলন্ত প্রমাণ উপস্থাপিত করেন। এছাড়া তিনি ভারতে অবস্থানরত জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের নেতিবাচক ভূমিকার উপর সর্বাধিক জোর দেন। এ প্রসংগে তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, জুম্ম শরণার্থীদের বাস্তব ও যুক্তিসংগত দাবী বাংলাদেশ সরকার বার বার অস্বীকার করে আসছে আর জুম্মদের স্বদেশে ফেরার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করছেনা। এ ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ করে— ১) জুম্মদের গ্রাম ও ভুমি বেদখলকারী অনুপ্রবেশকারীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে নেয়া (২) জাতিগত নিপীড়নরোধে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও অউপজাতীয় পুলিশ বাহিনী প্রত্যাহার (৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান (৪) জাতিসংঘের তত্বাবধানে জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, শরণার্থী সমস্যা হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। তাই বিশ্বের অন্যান্য শরণার্থী সমস্যার মত জুম্ম শরণার্থী সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে হাতে নেয়া উচিত এবং জুম্ম শরণার্থীদের দেখাশুনা করা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরই দায়িত্ব।

ডঃ দেওয়ান তাঁর বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ তদন্তে আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী সংস্থাসমূহের বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও সরকারের অসহযোগিতার কথা তুলে ধরেন। এ প্রসংগে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামকে রুদ্ধদ্বার কসাইখানার (a closed-door slaughter house) সাথে তুলনা করেন। কারণ বৈদেশিক সাংবাদিক, পর্যটক ও মানবতাবাদী প্রতিনিধিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

ডঃ দেওয়ান বাংলাদেশের তত্বাবধায়ক সরকারের গৃহীত বিভিন্ন গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ সামরিক অফিসারদের অপসারণ, সংসদ বাতিলের প্রেক্ষিতে বলেন, "এসব পদক্ষেপ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে গৃহীত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে এরূপ কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি" পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনের দায়িত্ব এখনও সামরিক বাহিনীর হাতে রয়েছে এবং জুম্ম জনগণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামরিক স্বৈরতন্ত্রীদের দ্বারা চাপিয়ে দেয়া পার্বত্য জেলা পরিষদকে এখনও বাতিল করা হয়নি। যার ফলে বর্তমান নির্বাচিত সরকারও জুম্মদের কোন দাবী পূরণ করছেনা। অন্যদিকে জুম্ম উচ্ছেদ কার্যক্রম পূর্বের মত অব্যাহত রয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি এন্টি স্লেভারি ইন্টারন্যাশনাল, এর উদ্বেগ ও মন্তব্যর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন, জেনারেল এরশাদের পতনের পর বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক পথে এগিয়ে চললেও এটা দেখা যাচ্ছে যে, ফৌজদারীর আইন কার্যকরী হচ্ছে না অন্তত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে। ...তাই বলা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি।

In spite of the overthrow of General

বার পাতায়

জুম্ম নির্যাতন অব্যাহত

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের উপর মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ, বার বার অস্বীকার, করলেও সদ্য প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের রিপোর্টে উপস্থাপিত মানবাধিকার লংঘনের প্রমাণাদির কোন অস্বীকার, প্রতিবাদ অথবা আপত্তি এবার বাংলাদেশ সরকার করতে পারেনি। তার অর্থ হলো ১৯৭১ সাল হতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত জনসংহতি সমিতি ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত জুম্মদের উপর মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং বর্তমান ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ সরকার পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন।

বিগত ডিসেম্বর '৯০ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বাংলাদেশে সমতল জেলাগুলিতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কোন উন্নতি ও কোন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু হয়নি। যেহেতু অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সমতল জেলাগুলিতে জেলা পরিষদ সমূহ বাতিল ও সরকারী উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত অবসর প্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের অপসারন করলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেইরূপ কোন পদক্ষেপ নেননি। বরং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জোর গলায় ঘোষণা করেছেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারী নীতির কোন পরিবর্তন হবে না। তাই স্বৈরাচারী এরশাদের আমলে গঠিত তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ বাতিল হবে না। এ জেলার প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর একচেটিয়া দাপট এখনো বর্তমান। অন্য দিকে শান্তি বাহিনীর সাথে এক অঘোষিত যুদ্ধে লিপ্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনী ও সহযোগী অনুপ্রবেকারীরা শান্তি বাহিনী দমন ও তল্লাসীর নামে জুম্মদের উপর চালিয়ে যাচ্ছে ধরপাকড়, অত্যাচার, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, হত্যা ও জেলজুলুম ইত্যাদি অমানবিক হীনকার্যকলাপ। নিম্নে এসব মানবাধিকার লংঘনের কিছু উদাহরণ দেয়া গেল—

গত ২৭শে মার্চ, নানিয়া চর জোন হেড কোয়ার্টার হতে মেজর আজিজের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সেনাবাহিনী নানিয়াচর উপজেলার যাদুকাছড়া গ্রামে এক অতর্কিত অভিযান চালিয়ে গ্রামবাসীদের বেপরোয়াভাবে ধরপাকড় ও মারধর করে। উল্লেখ্য যে, এ অত্যাচার হতে নারী ও শিশুরাও রক্ষা পায়নি। সেনাবাহিনী সদস্যরা প্রভাত কুমার চাকমার তিন সন্তানকে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। এছাড়া বিমল কান্তি চাকমার ৯ বৎসরের শিশু কন্যাকে অমানবিকভাবে মারপিট করা হয়। অন্যান্য অত্যাচারিত জুম্মরা হচ্ছেন—(১) বিমল কান্তি চাকমা (৪০), (২) প্রভাত কুমার চাকমা (৪৫), (৩), ঊষাময় চাকমা (২৮), (৪) অমূল্য চাকমা (৪৫), (৫) নাক কালা চাকমা (১৮)।

গত ৩১শে মার্চ, নানিয়ার চর জোন হেড কোয়ার্টার হতে আবার মেজর আজিজের নেতৃত্বে উত্তর শৈলেশ্বরী পাড়ায় অভিযান চালিয়ে ৬ জন জুম্মকে আটক ও ক্যাম্পে অমানবিকভাবে অত্যাচার করা হয়। এরা হচ্ছেন—(১) ধন মোহন চাকমা (৬০), (২) কালা ধন চাকমা (৩৫), (৩) ভালা ধন চাকমা (৩০), (৪) যুদ্ধ ধন চাকমা (১২), (৪) রঞ্জন বিকাশ চাকমা (২৬) ও (৬) যুদ্ধ চাকমা।

গত ৪ঠা এপ্রিল লংগদু উপজেলাস্থ করল্যা ছড়ি ক্যাম্পের অধিনায়ক মেজর রুহুল আমিনের নেতৃত্বে দাদি পাড়া মধ্য পাড়ায় এক অভিযান চলাকালে দু'জন জুম্মকে জোর করে কেঁচো গিলতে বাধ্য করা হয় ও অন্য ৯ জনকে অমানবিকভাবে মারপিট ও অত্যাচার করা হয়। যাদেরকে কেঁচো গিলতে বাধ্য করা হয় তারা হলেন—(১) সুখশান্তি চাকমা (৩৫) ও (২) দীন মোহন চাকমা (২৭) এবং অত্যাচারিতরা হচ্ছেন—(১) পূর্ণ কুমার চাকমা (৩২), ( )প্রিয় লাল চাকমা (২৬), (৩) দেব মনি চাকমা (৩০), (৪) ফেজেন্তুরা চাকমা (২২), (৫) কালিময় চাকমা ২৫), [৬] রাজেন্দ্র চাকমা [৪০], [৭] লবি কুমার চাকমা [২৪], [৮] বড় পেদা চাকমা [২৫] ও ৯] কমল্লোয়া চাকমা [২৪]।

গত ৭/৪/৯১ইং, নানিয়াচর উপজেলাস্থ বেতছড়ি আর্মী ক্যাম্পের এক সেন্ট্রি পোষ্টের উপর শান্তি বাহিনীর আক্রমনের প্রতিশোধমূলক অভিযানে মেজর আসতাফ হোসেন বেতছড়ি বাজার হতে ২৫ জন নিরাপরাধ জুম্মকে আটক ও ক্যাম্পে নির্মমভাবে নির্যাতন করে নানিয়াচরস্থ বেতছড়ি খামার পাড়া, তালুকদার পাড়া, ও ঋষি বিলের নিরাপরাধ জুম্মরা এ প্রতিশোধাত্মক অত্যাচারের শিকার হয়। অত্যাচারিত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন বেতছড়িস্থ তালুকদার পাড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীধীরেন্দ্র চাকমা [২৬] পীং কালি ধন চাকমা, গ্রাম-

সাত পাতায়

জুম্ম নির্যাতন অব্যাহত

ছয় পাতার পর

বেতছড়ি পুরাতন পাড়া, মৌজা—বাঘছড়ি, নানিয়াচর উপজেলা ও ২ নং নানিয়াচর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য রমনী রঞ্জন চাকমা (৫২) পীং বাঙ্গালী চান চাকমা, গ্রাম-তালুকদার পাড়া, নানিয়াচর।

গত ১৩ই এপ্রিল, জুম্মদের জাতীয় উৎসব বিজু [চৈত্র সংক্রান্তি] উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কুস্তি প্রতিযোগিতার সময়ে কুতুকছড়ি ক্যাম্প হতে মেজর মঞ্জুর [৫ম বেঙ্গল] এর নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী জুম্মদের উপর আক্রমন চালায়। এ আক্রমনে শ্রীদিল্লী মোহন চাকমা [৩৫] পীং ধানেশ্বর চাকমা গ্রাম হাজাছড়া [রাঙ্গামাটি] কে দা দিয়ে কুপিয়ে গুরুতরভাবে আহত করা হয় এছাড়া শ্রীহবুচন্দ্র চাকমা [২০] পীং মেংঙ্গা চাকমা ঠিকানা-ঐ, বেদম প্রহারে আহত হয়।

২২—২৪শে এপ্রিল মারিশ্যা [বাঘাইছড়ি] আর্মী ক্যাম্পের সহকারী অধিনায়ক [২৮ বেঙ্গল] পাগস্যাছড়ি হতে ৬ জন নিরাপরাধ জুম্মকে গ্রেপ্তার ও ক্যাম্পে অমানুষিক-ভাবে শারীরিক নির্যাতন করে। উল্লেখ্য যে, মারিশ্যা বাজার হতে তিন কিলোমিটার দূরে এই গ্রামবাসীরা বাজারের ব্যবসায়ীদের নিকট অত্যন্ত নিরীহ বলে পরিচিত। শান্তি বাহিনীর সাথে যোগাযোগ রাখার মিথ্যা অভিযোগে এদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত জুম্মরা হচ্ছেন—[১] অতুল চন্দ্র চাকমা [৩৮], [২] উত্তম বিকাশ চাকমা [৩৮] [৩] মনো রঞ্জন চাকমা [২৬], ৪] দীনেন্দ্র চাকমা [৪০] ও [৫] চিকন ধন চাকমা (৩০)।

গত ১০ই মে, ঘাগড়া জোনের চম্পাতুলী ও লেবা-পাড়ার আর্মী ক্যাম্প হতে ক্যাপ্টেন আনিস এর নেতৃত্বে ৭০ জনএর এক সেনাবাহিনী মিদিঙ্যাছড়ি গ্রাম ঘেরাও করে ১৭ জন নিরাপরাধ জুম্মকে গ্রেপ্তার করে চম্পাতুলী ক্যাম্পে নিয়ে যায় ও ক্যাম্পে জিজ্ঞাসাবাদের পর ৩ জনকে* ছেড়ে দেয়। এ ৩ জনকে শারীরিকভাবে অত্যাচার করা হয় এবং ১ জনকে টিপিয়ে হত্যা করা হয়। অত্যাচারিতরা হচ্ছেন—১) পদ্ম বাশী চাকমা (৩৭) পীং সুরত্যা চাকমা ২) জগৎজ্যোতি চাকমা (৫৬)। যাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয় তার নাম হচ্ছে—কাশি রাম চাকমা (৩৯) পীং ব্রজ মোহন চাকমা, গ্রাম-মিদিঙ্যাছড়ি, কাউখালী উপজেলা।

* বেশে ১৫ এপ্রিল

গত ১৭ই মে, বেতছড়ি আর্মী ক্যাম্প কম্যাণ্ডার ক্যাপ্টেন মাহবুব তার সেনাবাহিনী নিয়ে নিকটস্থ বেতছড়ি ও কেঙ্গলছড়ি গ্রামে এক অভিযান চালিয়ে ২ জন মহিলাসহ ২১ জন জুম্মকে মারপিট করে। উল্লেখ্য যে, সেনাবাহিনীর সদস্যরা যাকে যেখানে পেয়েছে সেখানে মারপিট করেছে। ফলে গ্রামের প্রাইমারী স্কুল মাঠে খেলারত স্কুল ও কলেজের ছাত্ররাও মারপিট থেকে রক্ষা পায়নি। এদের মধ্যে রয়েছে রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম) কলেজের ২ জন ছাত্র শ্রীদেবব্রত চাকমা (২২) পীং ব্রজ মোহন চাকমা ও শ্রীশান্তি বিজয় চাকমা (২০) পীং মদনকুমার চাকমা। এছাড়া রানী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের (রাঙ্গামাটি) সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীকান্তিব্রত চাকমা (১৪) পীং রাজ মোহন চাকমাও এই নির্যাতনের শিকার হয়। অন্যান্যদেরকে নিজ বাড়ীতে অত্যাচার করা হয়।

গত ১৯শে মে ১৯৯১, করল্যাছড়ি (লংগদু) ক্যাম্প হতে ক্যাপ্টেন মামুন (৪নং ইবিআর) তার বাহিনী নিয়ে সোনাই গ্রামের উপর চড়াও হয়। এঅপারেশনে ২জন শিশুসহ ১০ জন জুম্ম নির্মমভাবে নির্যাতিত হন। এরা হচ্ছেন—১) এরেই চন্দী চাকমা (১৮), (২) বিজয় চাকমা (১২), ৩) বুদ্ধজয় চাকমা (৮), ৪) পুত্যাচান চাকমা (৩৫), ৫) লক্ষ্মী বিলাস চাকমা (৩০), ৮) পূর্ণিমা রঞ্জন চাকমা (২৬), ৯) বৈদ্য নাথ চাকমা (৪৮) ও [১০] চন্দ্র মোহন চাকমা [৪৩]।

গত ১১ই জুন, চংড়াছড়ি আর্মী ক্যাম্প হতে ৬০/৭০ জনের একদল আর্মী দীঘিনালা উপজেলার রাঙ্গাপানিছড়া প্রভাত কার্বারী পাড়া ও বড়াদাম [চংড়াছড়ি] গ্রামে চড়াও হয় এবং শান্তি বাহিনীর যোগাযোগের মিথ্যা অভিযোগে ১১ ব্যক্তিকে বন্দী করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে ধৃত ব্যক্তিদেরকে অমানবিকভাবে মারপিট করা হয়। ধৃত ব্যক্তিরা হচ্ছেন— ১] জয় কুমার চাকমা [৫৫], ২) পূর্ণ চাকমা [৬৫], ৩) জয়ন্ত চাকমা [২৭], [৪] তরুন কান্তি চাকমা [২৬], ৫) মরত্তুয়া চাকমা (১৮), ৬] রজনী কুমার চাকমা [৩২], ৭] লাম্বা পেদা চাকমা [৩২] ৮] সুখাপ্রিয় চাকমা [২৬], ৯] চন্দ্র মোহন চাকমা [৪৫] ও ১০] জগাছা চাকমা (২০)। ১ম ব্যক্তিকে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ছেড়ে দেয়া হয়নি। অন্যান্য ব্যক্তিদেরকে দু'দিন নির্যাতন করার পর ছেড়ে দেয়া হয়।

জুম্ম ছাত্রদের সাংবাদিক সম্মেলন

ঢাকা, ১১ই জুলাইঃ গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে "বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের" নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজিত সমস্যার উপর এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিশ্বজিৎ চাকমা সাংবাদিক সম্মেলনে এক লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এ সম্মেলনে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানও স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের আমলে গঠিত তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ বাতিলের দাবী জানান। তারা বলেন ১৯৭৮ সাল হতে ১৯৮৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অন্যান্য সমতল জেলা হতে পাঁচ লক্ষাধিক মুসলমান বাঙ্গালীকে সরকারী উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত করা হয়। এই সব বহিরাগতরা জুম্মদের ভূমি বেদখল করে নেয়। বস্তুতঃ জুম্মদের ভূমি বেদখল ও জুম্মদের সংখ্যালঘু করার উদ্দেশ্যে এসব মুসলমান বাঙ্গালীদেরকে সেখানে পুনর্বাসতি করা হয়েছে এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা আরো অধিক জটিল ও প্রকট হয়ে উঠে। সরকারী সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগে এসব বহিরাগতরা ১৯৮৬ সালে খাগড়াছড়ির প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপক লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যা সংঘটিত করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার জুম্মকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। এসব জুম্ম শরণার্থীরা সেখানে মানবেতর জীবনযাপন করছে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, ১৯৮৯ সালে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার জুম্মদের প্রবল বিরোধীতার মুখে অগণতান্ত্রিক ভাবে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রবর্তন করেন। কিন্তু এ জেলা পরিষদ একদিকে যেমন জুম্মদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে ক্ষুন্ন করেছে, অপরদিকে বে-আইনী বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিকার প্রদান করেছে। ছাত্রনেতৃবৃন্দ আরো অভিযোগ করে বলেন, স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উত্তরণ ঘটলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। সেখানে এখনো অঘোষিত সামরিক শাসন বজায় রয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা পরিষদ বাতিল হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা পরিষদ এখনো বহাল রয়েছে।

পরিশেষে, পাহাড়ী ছাত্র নেতৃবৃন্দ পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ বাতিল ও ৫০ হাজার জুম্ম শরণার্থীদেরকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার দাবী জানান। এছাড়া ছাত্র নেতৃবৃন্দ পাহাড়ী গণ পরিষদের আহ্বায়ক বিজয় কেতন চাকমা, কোষাধ্যক্ষ মনতোষ দেওয়ান, ছাত্রনেতা দীপায়ন খীসাসহ আটককৃত ১১জন ছাত্রনেতার মুক্তির দাবী জানান।

উল্লেখ্য যে, কিছুদিন আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক জেনারেলরা পাহাড়ী গণ পরিষদ ও ছাত্র নেতৃবৃন্দকে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রাম থেকে আটক করেছেন।

এ সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রনেতা প্রতিম রায়, করুণাময় চাকমা, শক্তিমান চাকমা, শক্তিপদ ত্রিপুরা, ধীরাজ চাকমা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গণ পরিষদ নেতা গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম। স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট এরশাদকে ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে উৎখাত করা হলে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এক বিরাট জোয়ার আসে। এরশাদের পতনে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জোয়ারে দেশের অপরাপর অংশের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ অত্যন্ত আনন্দিত ও আশান্বিত হয়। কারণ জুম্ম জনগণ এরশাদের কুশাসনে সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত ও অত্যাচারিত হয়েছিল। তাই এই গণতান্ত্রিক পরিবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে পাহাড়ী গণ পরিষদ নামে একটি নুতন সংগঠন জন্ম লাভ করে।

গত ৮ই জুলাই আচমকা সরকার এই সংগঠনের আহ্বায়ক শ্রীবিজয় কেতন চাকমা ও কোষাধ্যক্ষ শ্রী মনতোষ দেওয়ানকে গ্রেপ্তার করেছে। গণপরিষদ অনিয়মতান্ত্রিক পথ অবলম্বন দূরে থাক, নিয়মতান্ত্রিক উপায়েও সরকার বিরোধী এমন কোন ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচীও গ্রহণ করেনি। জানা গেছে শ্রীদেওয়ানকে গ্রেপ্তার করার সময় পুলিশ তাঁর চট্টগ্রামস্থ বাসভবন থেকে যাবতীয় জিনিষ পত্র এমনকি রান্নার হাড়িপাতিল পর্যন্ত নিয়ে গেছে। বিনা অপরাধে এই ২জন নেতাকে গ্রেপ্তার করায় জন্ম পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শ্বেত-সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং জুম্ম জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন নস্যাৎ করে দেয়াই এই গ্রেপ্তারের কারণ বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র হামলা অব্যাহত

বরকল, ৩০শে জুম: জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে বরকল উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র হামলা শুরু হয়। গত ১৫ই জুন, বাগছড়িতে কর্ণফুলী নদীর উপর হরিণা গামী বাংলাদেশ সেনার দুইটি স্পীডবোটের উপর শান্তি বাহিনীর সদস্যরা অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমনে ৭ জন নিহত ও ২ জন সেনা গুরুতররূপে আহত হয়েছে। ১টি এস, এম, জি, ২টি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ও ও ১টি মিটেল ডিটেক্টর শান্তিবাহিনীর সদস্যরা দখল করেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে এ ঘটনায় ১৭ বেংগলের কম্যাণ্ডার লেঃ কর্ণেল সাইদ ও ক্যাপ্টেন হায়দার নিহত হয়েছেন। তবে সরকারের পক্ষে ক্যাপ্টেন হায়দারের মৃত্যুর কথা স্বীকার করলেও লেঃ কর্ণেল সাঈদের মৃত্যুর কথা স্বীকার করা হয়নি। তিনি ট্রেনিং এর জন্য আমেরিকায় চলে গেছেন বলে সরকার প্রচার করেছে। কিন্তু সূত্রের মতে, তাকে ১৫ই জুন খুব সকালে বরকল বাজারে দেখা গেছে। এবং ঘটনার পর আর্মীদের মধ্যে দারুন প্রতিক্রিয়া ও বিমর্ষ ভাব দেখা গেছে। সুতরাং স্পষ্ট ধারণা হচ্ছে যে লেঃ কর্ণেল সাঈদ নিহত হয়েছেন।

ইহার পর ২০শে জুন, রটংকাবা নামক স্থানে এক দল টহলদারী সেনার উপর আচমকা আক্রমন চালিয়ে শান্তি সেনারা ৫জন সরকারী সেনাকে নিহত ও ৩ জনকে মারাত্মক ভাবে আহত করেছে। ইহার একদিন পর ২২শে জুন জগৎনাথ ছড়ায় টহল দানের শেষে নৌকা যোগে ফেরার পথে এক দল সেনার উপর শান্তিবাহিনীর সদস্যরা আক্রমণ চালায় এবং একই সময়ে কলাবন্যা আর্মী ক্যাম্পে ২টি মর্টার শেল নিক্ষেপ করে। এই আক্রমনে মোট ৮ জন নিহত ও ৩ জন আহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ইহার একদিন পর ২৪শে জুন আন্দারমানিক বিডি আর ক্যাম্প ঘাটে স্নানরত বিডিআর দের উপর আক্রমন চালিয়ে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা ৩ জনকে হত্যা ও ২ জনকে আহত করেছে। ২৬শে জুন সকালে কুসুমছড়ি ক্যাম্প থেকে হালাহার দিকে অগ্রসরমান এক সেনা দলের উপর ওৎপেতে থাকা শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অতর্কিতে আক্রমন চালিয়ে ৭ জনকে হত্যা করেছে।

এ সব ঘটানর প্রেক্ষিতে এ সমস্ত এলাকার পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত। আর্মীরা জনগণের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

নানিয়াচর, ৩০শে জুন: গতকাল নানিয়াচর উপজেলার বুড়িঘাটে একই সংগে ভিডিপি পোষ্ট ও অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বসতির উপর শান্তি বাহিনীর সদস্যরা আক্রমন চালায়। এই আক্রমনে ৩জন ভিডিপি ও ৫ জন অনুপ্রবেশকারী মুসলমান নিহত এবং ১৫ জন আহত হয়েছে। এ ঘটনায় শান্তিবাহিনীর এক সদস্য শহীদ হন।

বাবুছড়া, ২২শে জুলাই: আজ সকালে দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া এলাকায় পূর্ণ চন্দ্র মেম্বার পাড়ার সন্নিকটে শান্তিবাহিনীর একটি দল বাবুছড়া ক্যাম্প থেকে জারুলছড়ি ক্যাম্পে রসদ বহনকারী একটি বাংলাদেশ সেনা দলের উপর এ্যাম্বুশ করলে ঘটনাস্থলে ২ জন সেনা নিহত ও ৪জন আহত হয়। ২ খানা চাইনিজ এস, এম জি সহ বেশ কিছু রসদ শান্তিবাহিনী সদস্যরা দখল করে নেয়।

মাটিরাংগা ২৬শে জুলাই: গত কাল রাত আনুমানিক ১১টায় শান্তিবাহিনীর একটি সশস্ত্র দল মাটিরাংগা উপজেলার কদমতলী গ্রামে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের বসতি ও নিকটবর্তী বি ডি আর ক্যাম্পে আক্রমন চালায়। এ ঘটনায় ২ জন বিডি আর আহত এবং ৬ জন অনুপ্রবেশকারী মুসলমান নিহত ও ১০ জন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে আরো অনেকে মারা যেতে পারে বলে ধারনা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় বেশ কিছু সংখ্যক বাড়ীতেও আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য ঐ কদমতলী গ্রামটি চাকমাদের ছিল। অনুপ্রবেশকারীরা সেটি দখল করে নেয়। ঐ ঘটনার পাল্টা জবাব হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনী ভারতের খিলাছড়ির বাগানটিলা শরণার্থী শিবিরের দিকে ৩টী মর্টার শেল নিক্ষেপ করে। এতে একটুর জন্য শরণার্থী কয়েকটি পরিবার প্রাণে বেঁচে যায়

জুম্ম গ্রামে অগ্নিসংযোগ

বরকল, ২৬শে মার্চ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিডি আর এর সমন্বয়ে অনুমানিক ১৫০ জনের এক সশস্ত্র দল বরকল উপজেলাস্থ ঠেগাপড় ও কুহুছড়ায় এক জুম্ম উচ্ছেদ অভিযানে বনযোগীছড়া জোন হেডকোয়ার্টারের

দশ পাতায়

দুর্নীতির দায়ে জেলা পরিষদ সদস্য প্রহৃত

১৫ই জুলাই, খাগড়াছড়িঃ খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ সদস্যদের চরম অনিয়ম ক্ষমতার অপব্যবহার, লাগামহীন দুর্নীতি ও ব্যক্তিগত সম্পদ গড়ে তোলার কতিপয় সদস্য গোপনে চট্টগ্রাম ও ঢাকায়, বিলাস বহুল বাড়ী তৈরী করছে অভিযোগ আছে) প্রতিবাদে জেলার আপামর জনগণ, শান্তিবাহিনী সদস্য, ছাত্র শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবি আজ সোচ্চার হয়ে উঠেছেন এবং তারা জেলা পরিষদ বাতিল ও দুর্নীতিগ্রস্থ এবং দোষী সদস্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছেন। বিগত ১৩ই জুলাই জেলা পরিষদ তহবিল হতে প্রত্যাগত শান্তি বাহিনী সদস্যদের আর্থিক অনুদান দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরিষদ সদস্য পুরুষোত্তম চাকমা (সোনা চেয়ারম্যান) ও রণ বিক্রম ত্রিপুরা বিভিন্ন অজুহাতে সেই অনুদান থেকে প্রত্যাগত শান্তি বাহিনী সদস্যদের বঞ্চিত করতে প্রতারণার আশ্রয় নেয়। এতে জুরস্থ লাল দেওয়ান (মনদাস পাড়া, আচলং, মাটিরাংগা উপজেলা) এ প্রবঞ্চণার প্রতিবাদ করলে জেলা পরিষদ সদস্যদ্বয় খাগড়াছড়ি স্বনির্ভর (নারান খাইয়া) অফিসে জুরস্থ লালকে সকাল ১১টায় বেদম মারপিট করে। প্রতিবাদী জুরস্থ লালের উপর অত্যাচারে অন্যান্য প্রত্যাগত শান্তি বাহিনী সদস্যরা প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে।

উল্লেখিত ঘটনার দুই ঘণ্টা পর উল্লেখিত পুরুষোত্তম ও রণ বিক্রম মোটর সাইকেল করে মহাজন পাড়ার কাছা কাছি পৌছলে প্রত্যাগত শান্তি বাহিনী সদস্যরা তাদের উপর চড়াও হয় এবং বেদমভাবে মারপিট করতে থাকে। প্রত্যাগত শান্তি বাহিনী সদস্যদের পুর্ণবাসনের টাকা আত্মসাৎ ও জুরস্থ লালের উপর মারপিটের পাল্টা জবাব হিসেবে এ ঘটনা ঘটে। উল্লেখ্য যে, প্রত্যাগত শান্তি বাহিনী সদস্যদের পুনর্বাসনের দায়িত্বে ঐ দুই জন জেলা পরিষদ সদস্য রয়েছে। নারান খাইয়া পাড়ার অরবিন্দুকে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা ১৯৮৬ সনে খুন করে। অরবিন্দুর বিধবা স্ত্রী শোভাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্রিগেড অফিস থেকে যে নগদ টাকা অনুদান দেয়া হয়। সেই পুরো টাকাই পুরুষোত্তম আত্মসাৎ করে। অসহায় শোভা ও তার পিতা তরঙ্গ মোহন চাকমা পুরুষোত্তম থেকে সেই টাকা চাইতে গেলে সে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়। পুরুষোত্তম ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান থাকাকালীন বিভিন্ন অভিযোগে জনগণের চরম অসন্তোষ ছিল। রণ বিক্রম ত্রিপুরার বিরুদ্ধে মুক্তি বাহিনীতে থাকার সময় ডাকাতি ও খুনের অভিযোগ ছিল।

জুম্ম গ্রামে অগ্নিসংযোগ

নয় পাতার পর

সহকারী কম্যাণ্ডারের নেতৃত্বে ৩৭ ইবি আর ও ১৮ ব্যাটলিয়নের বি ডি আরদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এ সশস্ত্র অভিযানের মুখে জুম্ম জনগণ বনজংগলে পালিয়ে যায় আক্রমণকারীরা তাদের ঘর বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয় সেনাবাহিনীর এই অগ্নিসংযোগে কল্যাচড়িস্থ ১৮টি ও কুদুছড়ায় দোসর পাড়ায় ১১টি জুম্ম ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গরীব ও ভুমিহীন এ তিন গ্রামের জুম্ম জনগণ অসীম ক্ষতির সন্মুখীন হয়। জুম্ম জনগণকে অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু ও জুম থেকে উচ্ছেদ করে গুচ্ছগ্রামে বাস করতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে অগ্নিসংযোগ অভিযান সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য যে, অগ্নিসংযোগকারী বাহিনীর অগ্রাভিযানে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা আক্রমন করে তাদেরকে পিছু হটিয়ে দেয়। এর ফলে এলাকার অন্যান্য শত শত ঘড়-বাড়ি অগ্নিসংযোগ থেকে রক্ষা পায়। অবশ্য শান্তি বাহিনীর আক্রমনে কোন সরকারী সেনা হতাহত হয়নি।

২৭/৩/৯১ ইং তারিখে নানিয়াচর হেড কোয়ার্টার হতে মেজর আজিজ (৮নং ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটলিয়ন) একদল নানিয়ারচর উপজেলার হরিণ হাট মৌনে ৭টি ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেয়।

প্রেসিডেন্ট জিয়া ক্ষমতায় গেলে রণ বিক্রমকে বেআইনী অস্ত্র রাখার দায়ে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দীর্ঘ সময় হাজতে রাখা হয়। শেষে জনসংহতি সমিতি ও শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে ত্রিপুরা সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার জন্য সরকার তাকে ছেড়ে দেয়। উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের জন্য তাকে বাড়ি থেকে এক সময় তাড়িয়ে দেয়া হয়।

পুরুষোত্তম ও রণ বিক্রমকে মারধোর করার প্রেক্ষিতে খাগড়াছড়িতে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। জানা গেছে যদি টহলরত পুলিশ ও মিলিটারী তাদের দুইজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে না নিত তবে তাদের মৃত্যু অবধারিত ছিল। উভয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। উল্লেখিত ঘটনার কারণে আর্মীরা জুরস্থ লাল দেওয়ান, সুজীতি কুমার চাকমা, স্বর্ণ জ্যোতি চাকমা রতি মোহন ত্রিপুরা ৬ জনকে দু'দফায় গ্রেপ্তার করেছে। এখন সরকার মহা সমস্যায় পড়েছে। শ্যাম রাখি না কুল রাখি। একদিকে ব্যাপক জনগণ, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবিদের অসন্তোষ জেলা পরিষদের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী জেলা পরিষদ সদস্য নামধারী লেজুরদের হাতে না রাখলে "Come monkey, go monkey" কাদেরকে করবে?

জুম্ম ছাত্র সম্মেলন ও সেমিনার

৪র্থ পাতার পর

বাতিলের দাবী জানান। ছাত্রনেতা নাসির উদ্দজা পার্বত্য চট্টগ্রামকে সামরিক অঞ্চলে ও পার্বত্য জন গোষ্ঠীকে গিনিপিগে পরিণত করার অভিযোগ করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে এবং পশ্চাদপদ অবস্থান থেকে উত্তরণের জন্য তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরী। মোস্তাফা ফারুক তাঁর ভাষণে বলেন, বাংলাদেশ এখন সামরিক শাসন মুক্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো সামরিক শাসন চলছে। তিনি সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের অন্যতম দাবী পার্বত্য জেলা পরিষদ বাতিল না করে সেখানে সুবিধাবাদী গোষ্ঠী সৃষ্টি করার অভিযোগ করেন। তিনি পাহাড়ী ছাত্রদের আলাদা সংগঠনের অধিকার, উপজাতীয় ভূমি অধিকার সংরক্ষণ ও ভারতে অবস্থানরত পঞ্চাশ হাজার জুম্ম শরনার্থীকে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবী জানান। বিশেষ অতিথির ভাষনে ফেরদৌস হোসেন পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্বন্ধে তাঁর পূর্ব উত্থাপিত গবেষণার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার ঐতিহাসিক দিক আলোচনা করে পার্বত্যবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক ও বিমাতাসুলভ আচরণের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও শোষণ করার স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের জন্য বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক, পেশাজীবি, গণতান্ত্রিক শক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত প্রতিনিধি নিয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠনের সুপারিশ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে বাংলাদেশের সকল বুদ্ধিজীবি, শিক্ষক, চিকিৎসক, ছাত্র সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে জন্য

সাংবাদিক-কবি জনাব ফয়েজ আহমদ ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে ভাষণ দিচ্ছেন।

এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। আনু মোহাম্মদ পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনাবলীকে প্রকাশ না করার অভিযোগ করে বলেন, পার্বত্য জনগোষ্ঠিকে নিপীড়ন করার জন্য ২৩০টি সামরিক ক্যাম্প স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাজেটের বিরাট অংশ ব্যয় করা হচ্ছে। সেখানে ৪ (চার) লাখ দরিদ্র বাঙ্গালীকে পুনর্বাসনের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন পাকিস্থানীরা যেভাবে বিহারীদেরকে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে ঠিক সেভাবে তাদেরকেও উপজাতীয় দের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে এবং তারা গিনিপিগের মতো ব্যবহার শিকার হচ্ছে। তিনি

২য় পাতায়

জুম্ম ছাত্র সম্মেলন ও সেমিনার

এগার পাতার পর

গুচ্ছ গ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পার্বত্যবাসীদের অর্থ-সামাজিক কাঠামো ধ্বংস, নির্যাতন, শোষণ করার অভিযোগ করেন। এ ছাড়া পার্বত্যবাসীরা পাকিস্থান আমলে ভারতের দালাল, বাংলাদেশ হওয়ার পর পাকিস্থানের দালাল ও বর্তমানে আবার ভারতের দালাল হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি পার্বত্যবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার দাবী সমর্থন করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রন মুক্ত করার আহ্বান জানান। বিশিষ্ট সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুন্ন করতে জনসংহতি সমিতিকে বে-আইনী ঘোষনার প্রেক্ষিত সেখানে শান্তি বাহিনী অস্ত্র ধারণের পটভূমি বিশ্লেষণ করেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালী পুনর্বাসন করে উপজাতীয়দেরকে সংখ্যালঘু, তাদের জমি বেদখল করা, তাদের চলাচলের উপর সামরিক নিয়ন্ত্রন ও উপজাতীয় ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার পথ রুদ্ধ করার অভিযোগ করেন। পরিশেষে তিনি পার্বত্য জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের নিকট আহ্বান জানান। এ ছাড়াও তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে যে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে সে সব বিষয় সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে আইনবিদ, শিক্ষাবিদ, ছাত্রনেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে একটি বেসরকারী প্রতিনিধি দল গঠনের প্রস্তাব দেন।

প্রধান অতিথির ভাষনে শ্রীদীপংকার তালুকদার অগণতান্ত্রিক এরশাদ সরকারের আমলে প্রবর্তিত জেলা পরিষদ বাতিল না করে সেখানে দ্বৈত শাসন চালু রাখার অভিযোগ করেন। তিনি আগামীতে বাংলাদেশ সংসদ অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা বিষয়টি উত্থাপন ও রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আওয়ামী লীগসহ সকল বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্মেলনের সভাপতি তাঁর ভাষনে পার্বত্য জেলা

জুম্ম জাতিকে রক্ষা করা

পাঁচ পাতার পর

Ershad and of what criminal law appears not be in effect at least in the case of the indigenous people of the Chittagong Hill Tracts...so for, it would seem that nothing has changed

ডঃ দেওয়ান তাঁর বক্তব্যে জুম্ম জনগণের পক্ষ থেকে নিম্নের দাবী নামা উত্থাপন করেন।

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল অজুম্ম অনুপ্রবেশকারী সরিয়ে নেয়া।

২) পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সশস্ত্র বাহিনী ও অজুম্ম পুলিশ বাহিনী প্রত্যাহার করা।

৩) আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্বশাসন প্রদান।

৪) জুম্ম শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন ও তাদের পৈতৃক গ্রাম ও ভূমি ফিরিয়ে দেয়া।

৫) পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতি সংঘের শান্তি বাহিনী মোতায়েন এবং জাতি সংঘের তত্বাবধানে উপরোক্ত দাবী দাওয়া বাস্তবায়ন।

সর্বশেষে ডঃ দেওয়ান বলেন, বাংলাদেশ সরকারের পরিবর্তন হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের পারিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয়নি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ অনুপ্রবেশকারীরা জুম্ম উচ্ছেদ বাধাহীনভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। পরিশেষে, তিনি উপরোক্ত দাবীসমূহ বাস্তবায়নের জন্যে বাংলাদেশ সরকারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি ও জুম্ম শরণার্থীদের দেখাশুনার দায়িত্ব নেয়ার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন জানান।

পরিষদ বাতিল করে এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য বর্তমান সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। পরিশেষে তিনি আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও ছাত্রছাত্রীদেরকে কৃতজ্ঞতা ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আলোচনা সভার পরিসমাপ্তির পর এক মনোজ্ঞ জুম্ম গানের অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

আন্তর্জাতিক সেমিনার

তিন পাতার পর

সাহায্য করছে না, জুম্মদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক স্বকীয়তাও ধ্বংস করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে এক উপজাতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও এ সেমিনারে তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যা ও তাঁর বন্ধু ও সহযোগীদের নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করেন

জনসংহতি সমিতির মুখপাত্র ডঃ আর, এস, দেওয়ান এই সেমিনারে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে এক আবেদন জানান। তিনি সেমিনারে জুম্মদের উপর সংঘটিত মানবাধিকার লংঘন—হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, ধরপাকড়, নির্যাতন ও ধর্ষণের জ্বলন্ত প্রমাণ উত্থাপন করে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের মনে মানবিক সহানুভূতি উদ্রেক করতে সমর্থ হন।

এ সেমিনারে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার লংঘনের উপর প্রদর্শিত দলিল, ফটো ও ভিডিও প্রভৃতি অংশগ্রহণকারী সদস্যদেরকে শোকাভিভূত করে। বিশ্ব বিবেকের কাছে বাংলাদেশ সরকারের নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতা পরিস্ফুট হয়ে উঠে। পার্বত্য চট্টগ্রামের এহেন নাজুক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য কমিশন পরিশেষে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট নিম্নোক্ত সুপারিশ মালা পেশ করে—

১) বেআইনীভাবে দখলকৃত উপজাতীয় জমি ফেরত, গুচ্ছগ্রাম ভেঙ্গে দেয়া ও অনুপ্রবেশকারীদের সমতল ভূমিতে ফিরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২) পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অচিরেই সামরিক বাহিনী সরিয়ে নিয়ে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করা। এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনী ঘোষিত রাজনৈতিক দলগুলোর উপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, রেফারেণ্ডামের (জনমত) মাধ্যমে বিশেষ ধরণের স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্তন করা।

৩) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ও আইনগত যোগ্যতা সম্পন্ন বেসরকারী সংস্থার (NGO) মাধ্যমে জাতি সংঘের পর্যবেক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সমীরণ দেওয়ান লাঞ্ছিত

রামগড়, ৩০শে জুন : গত ২৯শে জুন রাত খাগড়াছড়ি জেলাধীন রামগড় শহরের সন্নিকটস্থ খাগড়াবিলে সংঘটিত ঘটনায় যে সব অনুপ্রবেশকারী বাঙ্গালী মুসলমান হতাহত হয়েছে তাদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাতে এবং ঘটনা পরিদর্শন করতে গেলে গণধিকৃত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শ্রীসমীরন দেওয়ান অনুপ্রবেশকারীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে বলে বিশ্বস্থসূত্রে জানা গেছে। জানা গেছে যে, জাতীয় বিশ্বাসঘাতক শ্রীদেওয়ানের গাড়ী ঘটনাস্থলে পৌঁছা মাত্রই অনুপ্রবেশকারীরা উত্তেজিত হয়ে উঠে। শ্রীদেওয়ান গাড়ী থেকে নামার জন্য দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই কতিপয় উত্তেজিত যুবক তার শার্টের কলার ধরে টেনে মাটিতে নামিয়ে এনে টানাটানি শুরু করে দেয় এবং গালি গালাজ করতে থাকে। জেলার বিভিন্ন স্থানে শান্তি বাহিনীর হাত থেকে জনসাধারণের (অনুপ্রবেশকারীদের) জানমালের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থতার জন্য দায়ী করে শ্রী দেওয়ানের পদত্যাগ দাবী করে শ্লোগানও দেয়। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে পিঠের চামড়া রক্ষা করতে শ্রীদেওয়ান বলে যে—আমি কি করবো, আর্মীরা যা বলছে আমি তাই করছি। আমার হাতে প্রকৃত পক্ষে কোন ক্ষমতাই নেই। অসহায় ও ভীতসন্ত্রস্থ শ্রী দেওয়ানকে খাগড়াছড়ির রিজিয়ন কম্যাণ্ডার বিগ্রেডিয়ার শরীক আজিজ উদ্ধার করলেও অনুপ্রবেশকারীরা তাকেও ছাড়েনি। তিনিও বিভিন্ন উত্তেজিত প্রশ্নের সম্মুখীন হন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্ত সম্পদ আর্মীরা লুটে পুটে খাচ্ছে, তাদের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ হয়েছে ইত্যাদি অভিযোগ আনে এবং তাদেরকে সমতল জেলাগুলোতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়ার দাবী জানায়।

ছাত্রীর দেহ তল্লাসী

৪র্থ পাতার পর

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বেআইনী ভাবে বন্ধ করে দেয় এবং ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে এ যাবৎ ১৮ (আঠার) জন জুম্ম ছাত্রকে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গেছে। কিন্তু অভিযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ও আইন শৃংখলা রক্ষার্থে নিয়োজিত অন্যান্য কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনগত কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

সম্পাদকীয়

২য় পাতার পর

আন্তর্জাতিক ফোরাম মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ উত্থাপন করেছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদ প্রতিনিধি পাঠিয়েছে বাংলাদেশে, জুম্মদের অবস্থা সচক্ষে দেখার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছে বার বার।

কিন্তু বাংলাদেশ সরকার বার বার অস্বীকার করে এসেছে এসব জাতি হত্যার বিভিন্ন অমানবিক কার্যকলাপ। আর বিদেশী পর্যটক, সাংবাদিক ও প্রতিনিধিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। অন্যদিকে জুম্মদের মধ্যে অনৈক্য, জাতিগত বিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে জুম্ম দমন ও উচ্ছেদ কার্যক্রম অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মুসলমানের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জুম্মদের ভিটেমাটি জায়গাজমি বেদখল করে নিচ্ছে। আর পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশকারীদের পুনর্বাসনের সনদ, জুম্ম উচ্ছেদের নীল নকশা ৩টি পার্বত্য জেলা পরিষদ জুম্মদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপিয়ে দিয়ে জুম্মদের স্বায়ত্বশাসন প্রদানের নামে বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করে চলেছে।

এদিকে বিশ্বের মানবতাবাদী সংস্থা সমূহের জুম্মদের উপর মানবাধিকার লংঘনের দাবী, অন্যদিক বাংলাদেশের বার বার অস্বীকৃতি—এই দু'য়ের দ্বন্দ্বাবসানে প্রয়োজন হলো নিরপেক্ষ ও প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের। তাই গঠিত হলো ৭টি দেশের বিভিন্ন মানবতাবাদী সংস্থার প্রতিনিধি নিয়ে "পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন" (CHT Commission)।

বিগত নভেম্বর—ডিসেম্বর/৯০ পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন যথাক্রমে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত জুম্ম শরণার্থী শিবির ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপদ্রুত অঞ্চলে নিরপেক্ষ ও প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান চালায়। পার্বত্য জুম্ম সমাজের সকল জাতির সকল শ্রেণীর জুম্ম গ্রামবাসী, ছাত্র, শিক্ষক, চাকরীজীবি, বুদ্ধিজীবি, জুম্ম নরনারীর সংগে কথা বলেছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যরত সরকারী সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা, কর্মচারী অনুপ্রবেশকারী, বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিবিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে কমিশন প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি সংগ্রহ করেছে।

অবশেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন প্রকাশ করলো তাদের প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের রিপোর্ট— 'LIFE IS NOT OURS'। এ রিপোর্টে প্রকাশিত হলো জুম্মদের উপর সংঘটিত অত্যাচার, নিপীড়নের করুণ কাহিনী, জুম্ম অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা, বেআইনী অনুপ্রবেশ ও ভূমি বেদখল লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের বিবরণ। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের এই মানবাধিকার লংঘনের জ্বলন্ত প্রমাণাদি উপস্থাপনে বিশ্ব মানবতাবাদী বিবেক হতবিস্ময়াভিভূত ও উৎকণ্ঠিত। আর বাংলাদেশের মানবতাবাদী মুখোস হয়েছে উন্মোচিত। এহেন কার্যকলাপের জন্য বাংলাদেশ আজ বিশ্ব মানবতার দরবারে ঘৃণিত ও নিন্দিত। বাংলাদেশ সরকার কিভাবে ঢাকবে এ সভ্যতা বর্জিত কলংক? তাই আজ বিশ্ব মানবতাবাদীদের দৃষ্টি বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের উপর।

জুম্ম জনগণ আজ বিশ্ব মানবতাবাদীদের নিকট চির কৃতজ্ঞতায় সমুজ্জল ও বর্তমান গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের নিকট তাদের ন্যায্য ও বাঁচার অধিকার পুরনে প্রত্যাশী।

ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর

অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার সাথে সাথে অমুসলমান জুম্মদেরকে মুসলমান বানাতে শুরু করেছে। জুম্মদের মুসলমান বানাতে বাংলাদেশ সরকার অর্থ ও অস্ত্র উভয়ই সমানভাবে ব্যবহার করছে। গত বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে অর্থ বিনিময়ে একটি চাকমা বৌদ্ধ পরিবারকে ইসলাম ধর্মান্তরিত করা হয়। লক্ষীছড়ি ক্যাম্পের মেজর মশিউর রহমান (৩২ ই বি আর) উক্ত অসহায় বিধবা চাকমা পরিবারকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করে। ধর্মান্তরিত চাকমা পরিবারের সদস্যরা হলো—১) ত্রিপুরানী চাকমা (৫৫) স্বামী ঃ পূর্ণ চাকমা (২) নিরঞ্জন চাকমা (৩২) পীং মৃত পূর্ণ চাকমা (৩) সূর্য কুমার চাকমা (২৩) পীং ঐ (৪) গেলো চাকমা (২৪) পীং ঐ (৫) সুজিতা চাকমা (২১) পীং ঐ।

ধর্মান্তরিত জুম্মদের মুসলমানী নাম পাওয়া যায়নি। বর্তমানে এদেরকে লাতিছড়া আর্মী ক্যাম্পের পাশে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

রিপোর্ট প্রকাশিত

১ম পাতার পর

অনুরোধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া জেনেভাতে অনুষ্ঠিতব্য জাতি সংঘের মানবাধিকার কমিশনের সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়টি উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

"পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন" হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার বিষয়ে অনুসন্ধানী একটি আন্তর্জাতিক কমিশন। এ কমিশনের সভাপতি হচ্ছেন কানাডার ইউনিভারসিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়া এর আইনের অধ্যাপক ডগ্লাস সন্ডারস ও ইউরোপীয়ান সংসদের (European Parliament) ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ উইল ফ্রাউড টেলকাম্পার। কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেন—(১) লেইফ ডনিফজেল, নরওয়ের সামি আইনবিদ ও সামি সংসদের সদস্য (২) রোজ মারে, অষ্ট্রেলিয়ার একজন আদিবাসী মহিলা, পিলবারা আদিবাসী মহিলা টাস্কফোর্সের সভানেত্রী (৩) হেনস্ পাভিয়া রোসিং, ডেনিস পার্লামেন্টের ইনুইট দলের সদস্য। এছাড়া আরও চারজন রিসোর্স পারসন রয়েছেন। তারা হচ্ছেন মিঃ এনড্রু, গ্রে (গ্রেট ব্রিটেন), জেনেকা এরেন্স (নেদারল্যান্ড), ভোলগেং মে (জার্মান), টেরেসা এপারিসিও (ডেনমার্ক)। এছাড়া ভ্রমণ বিরত রিসোর্স পারসন হচ্ছেন—ডাঃ আর, এস, দেওয়ান (গ্রেট ব্রিটেন), ফ্রান্সিস রোল্ট (গ্রেট ব্রিটেন), অধ্যাপক উইলিয়ম ভান স্কেনদেল ও সাংগঠনিক কমিটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপেইন।

কমিশনের সদস্যবৃন্দ গত বৎসরের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে যথাক্রমে ভারতে ত্রিপুরা রাজ্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করেন। এ সফরের সময় কমিশনের সদস্যবৃন্দ ত্রিপুরাতে অবস্থানরত ৮৫ জন জুম্ম শরণার্থীদের এবং বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি ছাত্র-শিক্ষক ও সাধারণ জনগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এছাড়া কমিশনের সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, "পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে জড়িত উর্ধ্বতন সরকারী সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সাথেও আলাপ করেন। "পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন" ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যাবলী ও মানবাধিকার লংঘনের প্রমাণাদি ৬ মাস পর্যালোচনার পর "LIFE IS NOT OURS" Land and Human Rights in the CHT, Bangladesh- এই শিরোনামে অনুসন্ধানের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেন।

৪ জন জুম্ম নিহত

১ল পাতর পর

হত্যা করেছে ক্ষুদিরাম ও বৈরাগ্যাকে—বিনা কারণে, বিনা অপরাধে। উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, জুম্মদেরকে নিজ এলাকা থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য করা যাতে বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা জুম্মদের জায়গা-জমিতে বসতি করতে পারে। তাই গত ২৬/৬/৯১ ইং নানিয়ারচর উপজেলার শিকল পাড়া নিবাসী শ্রীক্ষুদিরাম চাকমা, পিতা বৈরাগ্য চাকমাকে ঘিলাছড়ি আর্মী ক্যাম্পের টহলদারী একটি দল বিনা অপরাধে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। আরো ২৯/৬/৯১ ইং তারিখে বুড়িঘাট আর্মী ক্যাম্পের একটি দলের হাতে কুতুকছড়ি বাজার থেকে ফেরার পথে গুলিতে প্রাণ হারালেন নানিয়াচর উপজেলাধীন গড়দেহ (বুড়িঘাট) গ্রামবাসী আঙালা চাকমার পুত্র বৈরাগ্যা চাকমা। ২৬/৭/৯১ ইং তারিখে লেঃ কর্ণেল সেলিম আখতার এর নেতৃত্বে পরিচালিত এক অপারেশন পার্টি (দিঘীনালা সেনানিবাসের) কবাখালী গ্রামে অপারেশন চালাতে গেলে কবাখালী গ্রামেরই (দিঘীনালা উপজেলা) সত্তর বছর বয়স্ক বৃদ্ধ শ্রী বড়পেদা চাকমাকে হত্যা করে। গ্রামের অনেককে মারধর করে, গরু-ছাগল সহ অনেক মালামাল লুট করে। শান্তিবাহিনী এই সব অত্যাচার ও লুট পাটের প্রতিশোধ নিতে আর্মীদের উপর গুলি বর্ষণ করে। ফলে ২ জন আর্মী জোয়ান আহত হয় বলে জানা গেছে।

---

১২৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই রিপোর্ট ৮টি পরিচ্ছেদে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস, সামরিকীকরণ, ভূমি সমস্যা উন্নয়নের বিভিন্ন দিক, জুম্মদের সাংস্কৃতিক ধর্মীয় জীবন ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের উপর মানবাধিকার লংঘন, হত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, ধর্মান্তর, জোরপুর্বক বিবাহ বিভিন্ন অভিযোগের বর্ণনামূলক ও সচিত্র প্রমাণ রিপোর্টে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এছাড়া জুম্মদের ভূমি বেদখলের প্রমাণ, বিঘ্নিত সামাজিক জীবন, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিহানী ও বর্তমান তিন জেলাপরিষদের গ্রহনযোগ্যতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এসব অভিযোগের তদন্ত ও প্রমাণাদির প্রেক্ষিতে "পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন" পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ৯ টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (Conclusion) সন্নিবেশ করেন। এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

ষোল পাতায়

* চেয়ে আরো আইন অসত্য সমর্থিত পার্বত্য

রিপোর্ট প্রতকাশি
১৫ পাতার পর

গুলো হচ্ছে—

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বর্তমানে সামরিক নিয়ন্ত্রনে রয়েছে।

২) সামরিক ও সরকারী প্রতিশ্রুতি সত্বেও বার বার মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে।

৩) জুম্ম জনগণ সঠিক তথ্য প্রকাশ করতে ভীত সন্ত্রস্ত।

৪) বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে অনুপ্রবেশ ও পুনর্বাসনের ফলে জুম্মদের সম্পত্তি ভোগের অধিকার সর্বাধিক ক্ষুন্ন হয়েছে।

৫) পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম ও বাঙ্গালীদেরকে গুচ্ছগ্রামে বাস করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

৬) সামরিক বাহিনী ও বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা জুম্মদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা অনবরত ক্ষুন্ন করা হচ্ছে।

৭) পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাকৃতিক পরিবেশগত ভারসাম্য হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

৮) জেলা পরিষদ আইনের ফলে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

৯) জুম্মদের উপর ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে।

এসব সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কমিশন রিপোর্টের শেষে নিম্নের সুপারিশমালা পেশ করে—

১) ভুমি সমস্যা ও অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্নে "পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন" জুম্ম জনগণের সাথে একমত যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অনুপ্রবেশকারীদের সরিয়ে নেয়াটা এ সমস্যার এক আদর্শ সমাধান (Ideal solution)। এক্ষেত্রে কমিশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপের সুপারিশ করেছে।

ক) পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতদের পুনর্বাসন সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।

খ) নিরপেক্ষভাবে তদন্তের মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারীদের কর্তৃক বেদখলকৃত জমি (জন্মভূমি) চিহ্নিত করুণ।

গ) স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনকারীদেরকে প্রত্যাবর্তনে উৎসাহ এবং নিজ সমতল জেলাতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

ঘ) গুচ্ছগ্রাম (Cluster village) ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেয়া।

ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ পুনরায় বলবৎ করা।

২) স্বায়ত্বশাসন প্রদান। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করে—

~~ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সামরিক বাহিনী~~ প্রত্যাহারের মাধ্যমে বেআইনী ঘোষিত রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি প্রদান ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করা।

খ) পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বশাসন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে আরো জোরালো করা।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি, শিক্ষা, সামাজিক সাংস্কৃতিক বিষয়ে কম ক্ষমতা সম্পন্ন বর্তমান জেলা পরিষদের প্রতিষ্ঠা করা।

ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি মাত্র স্বায়ত্বশাসিত সরকার থাকাটাই কমিশন যুক্তিযুক্ত মনে করে। তবুও কয়টি স্বায়ত্বশাসিত সরকার থাকবে অর্থাৎ কয়টি ইউনিটে বিভক্ত হবে সে প্রশ্নের সমাধান ভোটের মাধ্যমে করা।

ঙ) জেলা পরিষদের ত্রুটি পুর্ন ভোট প্রদান পদ্ধতি সংশোধন ও বাতিল করা।

চ) বর্তমান জেলা পরিষদ আইন বাতিল বা সংশোধন করা এবং ভবিষ্যত স্বশাসিত সরকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।

৩) মানবাধিকার লংঘন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে গণহত্যা ও মানবাধিকার লংঘন সহ জুম্মদের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষনের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে জাতি সংঘের পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অনুসন্ধানী কমিশনের রিপোর্ট বিশ্বের মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনের নিকট বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যেহেতু এ কমিশন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান চালাতে সক্ষম হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন অঞ্চলে সকল শ্রেনীর মানুষের সংগে কমিশনের সদস্যবৃন্দ স্বাধীন ও গোপনীয়ভাবে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাকৃতিক পরিবেশসহ অস্বাভাবিক জনবিন্যাস, সামরিক উপস্থিতি, জুম্মদের বিঘ্নিত জীবনযাত্রা প্রভৃতি কমিশনের অনুসন্ধানী চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। এরূপ সফল অনুসন্ধানের ফলে কমিশনের রিপোর্ট বিশেষভাবে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের উপর মানবাধিকার লংঘন আজ বিশ্ব মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব, সংগঠন ও রাষ্ট্রের নিকট নিখুতভাবে পরিস্ফুত হয়েছে। অধিকার বঞ্চিত নিরীহ অসহায় জুম্মদের করুণ কাহিনী বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়েছে। কম্পিত ও বিচলিত বিশ্ব বিবেক জুম্মদের রক্ষার্থে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছে। তাই জুম্ম জনগণ বিশ্বমানবতাবাদী বিবেকের নিকট চিরঋণী হয়ে থাকবে।

সম্পাদনা প্রকাশনা ও প্রচারনা : তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

শুভেচ্ছা মূল্য—